BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AHAR

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

আহার সংক্রান্ত অধ্যায়

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَقَوْلُهُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلُهُ : كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি যে রিযিক তোমাদের দিয়েছি তা থেকে পবিত্রগুলো আহার কর। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের উপার্জিত পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর। তিনি আরও বলেন ঃ পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎ কর্মশীল হও। তোমরা যা করছ আমি তা জানি।

٤٩٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ ، وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُّوْا الْعَانِيَ قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِيْ الْأَسِيْرُ -

৪৯৮২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র).....আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্থকে আহার করাও, রোগীর পরিচর্যা করো এবং বন্দীকে মুক্ত করো। সুফিয়ান বলেছেন, 'العاني' অর্থ বন্দী।

٤٩٨٣ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ وَعَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَصَابَنِيْ جَهْدٌ شَدِيْدٌ، فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِيْ مِنَ الْجُوْعِ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِيْ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَقَامَنِيْ وَعَرَفَ الَّذِيْ بِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِيْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ

banglainternet.com

فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ -

৪৯৮৩ ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার তাঁর ইন্‌তিকাল অবধি একাধারে তিন দিন আহার করে পরিতৃপ্ত হন নি। আরেকটি বর্ণনায় আবূ হাযিম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হই। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং মহান আল্লাহ্‌র (কুরআনের) একটি আয়াতের পাঠ তার থেকে শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা। আমি লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সা'দায়কা' (আমি হাযীর, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার সমীপে) বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আরো পান কর। আবার পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো। আমি পুনর্বার পান করলাম। এমনি কি আমার পেট তীরের মত সমান হয়ে গেল। এরপর আমি উমরের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানালাম এবং বললাম ঃ হে উমর! আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন লোকের মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে তা ভাল পাঠ করতে পারি। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করা আমার নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।

٢١٠٧ . بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

২১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা

٤٩٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ - الأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ ، وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ -

banglainternet.com

৪৯৮৪ 'আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ছোট ছেলে হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে বৎস! বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।

যার যার কাছ থেকে আহার করা। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ্ বলবে এবং প্রত্যেকে তার কাছ থেকে আহার করবে।

٤٩٨٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ -

৪৯৮৫ 'আবদুল আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামার পুত্র ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আহার্য খেলাম। আমি পাত্রের সব দিক থেকে খেতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ নিজের কাছ থেকে খাও।

٤٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ -

৪৯৮৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ নু'আয়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একদা কিছু খাবার আনা হলো, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পোষ্য 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা। তিনি বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ্ বল এবং নিজের কাছ থেকে খাও।

٢١٠٨ . بَابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

২১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাথীর কাছ থেকে কোন অসন্তুষ্টির আলামত না দেখলে সঙ্গের পাত্রের সবদিক থেকে খুঁজে খুঁজে খাওয়া

٤٩٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ

banglainternet.com

৪৯৮৭ কুতায়বা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক দর্জি কিছু খানা পাকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দাওআত করলো। আনাস (রা) বলেন ঃ আমিও

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। আহারে বসে দেখলাম, তিনি পাত্রের সবদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে খুঁজে বের করে নিচ্ছেন, সেদিন থেকে আমি কদু পছন্দ করতে থাকি।

٢١٠٩. بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ

২১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ আহার ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা

٤٩٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ -

৪৯৮৮ আবদান (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে এবং চুল আঁচড়ানে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

٢١١٠. بَابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

২১১০. পরিচ্ছেদ ঃ পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত আহার করা

٤٩٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ بِطَعَامٍ ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ

banglainternet.com

فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً -

৪৯৮৯ ইস্‌মাঈল (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়মকে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি? তখন উম্মে সুলায়ম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ খাবার জন্য? আমি বললাম হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবূ তালহার কাছে এসে পৌঁছলাম। আবূ তালহা বললেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নাই যা তাদের খাওয়াব। উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন ঃ তারপর আবূ তালহা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর আবূ তালহা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়মাকে ডেকে বললেনঃ তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মে সুলায়ম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। তিনি নির্দেশ দিলে তা টুক্‌রা টুক্‌রা করা হলো। উম্মে সুলায়ম (ঘি বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে তাকেই ব্যঞ্জন বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাশাআল্লাহ্, এতে যা পড়ার পড়লেন। এরপর বললেন ঃ দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করল এবং তারা বেরিয়ে গেল। আবার বললেন ঃ দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। তারা আহার করে পরিতৃপ্ত হলো এবং চলে গেল। আবার বললেন ঃ দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। তারা আহার করে পরিতৃপ্ত হলো এবং চলে গেল। এরপর আরো দশজনকে অনুমতি দেওয়া হলো। এভাবে সকলেই আহার করল এবং পরিতৃপ্ত হল। তারা মোট আশি জন লোক ছিল।

٤٩٩٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُوْ عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ لاَ، بَلْ بَيْعٌ، قَالَ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يَشْوِيْ وَأَيْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ إِلاَّ قَدْ

banglainternet.com

حَزَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ أَوْ كَمَا قَالَ -

৪৯৯০ মূসা (র)..... 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা একশ' তিরিশ জন লোক নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারো কাছে কিছু খাবার আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে প্রায় এক সা' পরিমাণ খাবার আছে। এগুলো গুলিয়ে খামীর করা হলো। তারপর দীর্ঘ দেহী, দীর্ঘ কেশী এক মুশরিক ব্যক্তি একটি বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী ﷺ বললেন ঃ এটা কি বিক্রির জন্য, না উপঢৌকন, অথবা তিনি বললেনঃ দানের জন্য? লোকটি বললো ঃ না, আমি বরং বিক্রি করবো। তিনি তার কাছ থেকে সেটি কিনে নিলেন। পরে সেটি যবেহ্ করে বানান হলো। নবী ﷺ -এর কলিজা ইত্যাদি ভুনা করতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! (আহারের সময়) তিনি একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককেই এক টুক্‌রা করে কলিজা ইত্যাদি দিলেন। যারা উপস্থিত ছিল তাদের তো দিলেনই। আর যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের জন্যও তিনি টুকরাগুলো তুলে রাখলেন। তারপর খাবারগুলো দু'টি পাত্রে রাখলেন। আমরা সকলে তৃপ্তিসহ আহার করলাম। এরপরও উভয় পাত্রে খাবার অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে তুললাম। কিংবা রাবী যা বলেছেন।

٤٩٩١ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ -

৪৯৯১ মুসলিম (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল হল। সে সময় আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর ও পানি খেলাম।

٢١١١ . بَابُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

২১১১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই..... যাতে তোমরা বুঝতে পার

٤٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا -

banglainternet.com

৪৯৯২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)...... সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বারের দিকে বের হলাম। আমরা সাহ্বা (খায়বারের এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত) নামক স্থানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। আমরা তা-ই মুখে দিয়ে জিহ্বায় গুলে গিলে ফেললাম। তারপর তিনি পানি আনতে বললেন, তখন (পানি আনা হলে) তিনি কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন; আর তিনি অযূ করলেন না। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদের কাছে হাদীসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি।

٢١١٢. بَابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

২১১২. পরিচ্ছেদ ঃ নরম রুটি আহার করা এবং টেবিল ও (চামড়ার) দস্তরখানে আহার করা

٤٩٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللهَ -

৪৯৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবুর্চিও ছিল। তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত পাতলা নরম রুটি এবং ভুনা বক্রীর গোশ্ত খান নি, এমনকি তিনি এ অবস্থায়ই আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হন।

٤٩٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيٌّ هُوَ الأَسْكَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ، قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ -

৪৯৯৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনও 'সুকুরজা' অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কোন সময় নরম রুটি তৈরি করা হয়েছে কিংবা তিনি কখনো টেবিলের উপর খাবার খেয়েছেন বলে আমি জানি না। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন। তিনি বললেন ঃ দস্তরখানের উপর।

٤٩٩٥ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ -

banglainternet.com

৪৯৯৫ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সাফিয়্যার সাথে বাসর করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর ওলীমার জন্য মুসলমানদের দাওয়াত করলাম। তাঁর আদেশে দস্তরখান বিছানো হলো। তারপর তার উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢালা হলো। আমর আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর সাথে বাসর করলেন এবং চামড়ার দস্তরখানে 'হায়স' (ঘি, খেজুর ইত্যাদি সমন্বয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করলেন।

٤٩٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُوْنَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُوْلُوْنَ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُوْنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِيْ مَا كَانَ النِّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِيْ شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِيْ سُفْرَتِ آخَرَ، قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوْهُ بِالنِّطَاقَيْنِ، يَقُوْلُ أَيْهًا وَالإِلَهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا -

৪৯৯৬ মুহাম্মদ (র)..... ওহাব ইব্‌ন কায়সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াবাসীরা ইব্‌ন যুবায়রকে 'ইব্‌ন যাতান নিতাকায়ন' বলে লজ্জা দিত। আসমা (রা) তাকে বললেন ঃ বৎস! তারা তোমাকে 'নিতাকায়ন' দ্বারা লজ্জিত করছে? তুমি কি 'নিতাকায়' (দু'কোমরবন্দ) সম্বন্ধে কিছু জান? আসলে তা ছিল আমারই কোমরবন্দ যা দু'ভাগ করে আমি একভাগ দিয়ে (হিজরতের সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খাবারের থলি মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম। আর অপর ভাগকে দস্তরখান বানিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর থেকে সিরিয়া বাসীরা (অর্থাৎ হাজ্জাজের সৈন্যরা) যখনই তাঁকে 'নিতাকায়ান' বলে লজ্জা দিতে চাইত, তিনি বলতেন ঃ তোমরা সত্যই বলছো। আল্লাহ্‌র শপথ! এটি এমন এক অভিযোগ যা তোমা থেকে লজ্জা আরো দূরিভূত করে।

٤٩٩٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفِيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَ أَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ -

৪৯৯৭ আবূ নু'মান (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর খালা উম্মে হাফীদ বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হায্‌ন (রা) নবী ﷺ কে ঘি, পনির এবং গুঁইসাপ হাদিয়া দিলেন। তিনি এগুলো তাঁর কাছে আনতে বললেন। তারপর এগুলো তার দস্তরখানে খাওয়া হলো। তিনি অপছন্দনীয় মনে করে গুঁইসাপগুলো খেলেন না। যদি এগুলো হারাম হতো তাহলে নবী ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না। আর তিনি এগুলো খাওয়ার অনুমতিও দিতেন না।

banglainternet.com

٢١١٣ . بَابُ السَّوِيقِ

২১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছাতু

৪৯৯৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقًا فَلاَكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৪৯৯৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)...... সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা একবার নবী ﷺ -এর সঙ্গে 'সাহ্বা' নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাহ্বা ছিল খায়বার থেকে এক মনযিলের দূরত্বে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তিনি খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তিনি তাই মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এরূপ করলাম। তারপর তিনি পানি আনালেন এবং কুলি করে সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। আর তিনি অযু করলেন না।

١٢١٤ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ

২১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবারের নাম বলা না হতো এবং সে খাদ্য কি তা জান্তে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী ﷺ আহার করতেন না

৪৯৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ -

banglainternet.com

৪৯৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যাঁকে 'সায়ফুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র তরবারী) বলা হতো তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মায়মূনা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। মায়মূনা (রা) তাঁর ও ইব্‌ন আব্বাসের খালা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি ভুনা গুঁইসাপ দেখতে পেলেন, যা নজ্‌দ থেকে তাঁর (মায়মূনার) বোন হুফায়দা বিন্‌ত হারিস নিয়ে এসে ছিলেন। মায়মূনা (রা) গুঁইটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন খাদ্যের নাম ও তার বিবরণ বলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি খুব কমই তার প্রতি হাত বাড়াতেন। তিনি গুঁই এর দিকে হাত বাড়ালে উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন বললো ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যা পেশ করছো সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করো। তারপর সে মহিলাই বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওটা গুঁই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত তুলে ফেললেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গুঁই খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না। খালিদ (রা) বলেন ঃ আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

٢١١٥ . بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

২১১৫. পরিচ্ছেদ ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

٥٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ -

৫০০০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ট এবং তিন জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٢١١٦ . بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

২১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়

٥٠٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ -

banglainternet.com

৫০০১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে না আনা হতো। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে আহার করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে আস্লাম। লোকটি খুব বেশী আহার করলো। তিনি বললেনঃ নাফি'! এ ধরনের লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বল্তে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়। আর কাফির ব্যক্তি সাত পেটে খায়।

٥٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَأَنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ فَلاَ أَدْرِيْ أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَقَالَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫০০২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন এক পেটে খায় আর কাফির অথবা বলেছেন, মুনাফিক; রাবী বলেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে আমার সন্দেহ আছে যে, বর্ণনাকারী কোনটি বলেছেন। ওবায়দুল্লাহ্ বলেনঃ সাত পেটে খায়। ইব্ন বুকায়র বলেন, মালিক (র) নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٠٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُوْ نَهِيْكٍ رَجُلاً أَكُوْلاً فَقَالَ لَهُ بْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، فَقَالَ فَأَنَا أُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ -

৫০০৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্..... 'আম্র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ নাহীক অত্যধিক আহারকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন 'উমর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাফির ব্যক্তি সাত পেটে খায়। আবূ নাহীক বললেন ঃ আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি।

٥٠٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ -

৫০০৪ ইস্মাঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে আহার করে আর কাফির সাত পেটে আহার করে।

banglainternet.com

٥٠٠٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ -

৫০০৫ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আহার করতো। লোকটি মুসলমান হলে স্বল্পাহার করতে লাগলো। ব্যাপারটি নবী ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ মু'মিন এক পেটে আহার করে, আর কাফির আহার করে সাত পেটে।

٢١١٧ . بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

২১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে আহার করা

٥٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ أَكُلُ مُتَّكِئًا -

৫০০৬ আবূ নু'আয়ম (র)..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।

٥٠٠٧ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لاَ أَكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ -

৫০০৭ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি আহার করি না।

٢١١٨ . بَابُ الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ أَيْ مَشْوِيٍّ

২১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভুনা গোশ্‌ত সম্বন্ধে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ সে এক কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে আসলো

٥٠٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ أَ حَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ لاَ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ -

banglainternet.com

৫০০৮ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট ভুনা গুঁইসাপ আনা হলে তিনি তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ এটাতো গুঁই এতে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। যেহেতু এটা আমাদের এলাকায় নেই তাই আমি এটা খাওয়া পছন্দ করি না। তারপর খালিদ (রা) তা খেতে থাকেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন। মালিক, ইব্ন শিহাব সূত্রে 'ضب مشوى' -এর স্থলে 'ضب محنوذ' বলেছেন।

٢١١٩ . بَابُ الْخَزِيْرَةِ، قَالَ النَّضْرُ : اَلْخَزِيْرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيْرَةُ مِنَ اللَّبَنِ

২১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ খাযীরা সম্পর্কে। নযর বলেছেন ঃ খাযীরা ময়দা দিয়ে এবং হারীরা দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়

٥٠٠٩ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِيْ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرٍ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُلْ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ، فَقَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِيْ سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدٍ فَصَدَّقَهُ .

banglainternet.com

৫০০৯ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) 'ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসার সাহাবীদের একজন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকায় পানি প্রবাহিত হয়। তখন আমি তাদের মসজিদে আসতে পারি না যে, তাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। তাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আকাঙ্ক্ষা, আপনি এসে যদি আমার ঘরে সালাত আদায় করতেন, তাহলে আমি সে স্থান সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ্ আমি অচিরেই তা করবো। 'ইতবান (রা) বলেন ঃ পূরোভাবে সূর্য কিছু উপরে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আসলেন। নবী ﷺ অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই তৎক্ষণাৎ ঘরে প্রবেশ করে আমাকে বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার সালাত আদায় করা তোমার পছন্দ? আমি ঘরের এক দিকে ইঙ্গিত করলাম। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। আমরা কাতার বাঁধলাম। তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। আমরা যে হাযীরা তৈরী করেছিলাম তা খাওয়ার জন্য তাঁকে বসালাম। তাঁর মহল্লার বহু সংখ্যক লোক ঘরে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল। তারপর তারা সমবতে হলে তাদের একজন বললো, মালিক ইব্‌ন দুখশান কোথায়? অন্য একজন বললো ঃ সে মুনাফিক? অন্য একজন বললো ঃ সে মুনাফিক, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে না। নবী ﷺ বললেন ঃ এমন কথা বলোনা। তুমি কি জান না, সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে? লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। সে পুনরায় বললো ঃ কিন্তু আমরা যে মুনাফিকদের সাথে তার সম্পর্ক ও তাদের প্রতি শুভ কামনা দেখতে পাই? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তো জাহান্নামকে ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে। ইব্‌ন শিহাব বলেনঃ এরপর আমি হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারী, যিনি ছিলেন বানূ সালিমের একজন নেতৃস্থানীয় লোক, তাকে মাহমূদের এ হাদীসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

٢١٢٠ . بَابُ الأَقِطِ، وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْسًا

২১২০. পরিচ্ছেদ ঃ পনির প্রসঙ্গে। হুমায়দ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ সাফিয়্যার সাথে বাসর যাপন করলেন। তারপর তিনি (দস্তরখানে) খেজুর, পনির এবং ঘি রাখলেন। 'আমর ইব্‌ন আবূ 'আমর আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ (উক্ত তিন বস্তুর সংযোগে) 'হায়স' তৈরী করেন

banglainternet.com

٥٠١٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوْضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ ، وَأَكَلَ الأَقِطَ -

৫০১০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালা কয়েকটি গুঁই, কিছু পনির এবং দুধ নবী ﷺ -কে হাদিয়া দিলেন এবং দস্তরখানে গুঁইসাপ রাখা হয়। যদি তা হারাম হতো তাঁর দস্তরখানে রাখা হতো না। তিনি (শুধু) দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন।

٢١٢١ . بَابُ السِّلْقِ وَالشَّعِيْرِ

২১২১. পরিচ্ছেদ ঃ সিল্‌ক ও যব প্রসঙ্গে

٥٠١١ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ أُصُوْلَ السِّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِيْ قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى ، وَلاَ نَقِيْلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَاللهِ مَا فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ -

৫০১১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন আসলে আমরা অত্যধিক খুশী হতাম। এক বৃদ্ধা আমাদের জন্য সিলক্ (মূলা জাতীয় এক প্রকার সুস্বাদু সব্‌জী)-এর মূল তুলে তা তাঁর ডেগে চড়িয়ে দিতেন। তারপর এতে সামান্য কিছু যব ছেড়ে দিতেন। সালাতের পর আমরা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এ খাবার আমাদের পরিবেশন করতেন। এ কারণেই জুমু'আর দিন আসলে আমরা খুব খুশী হতাম। আমরা সকালের আহার এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতাম না জুমু'আর পর ছাড়া। আল্লাহ্‌র কসম! সে খাদ্যে কোন চর্বি বা চিকনাই থাকতো না।

٢١٢٢ . بَابُ النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

২১২২. পরিচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে এবং তুলে নিয়ে খাওয়া

٥٠١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَعَنْ أَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

banglainternet.com

৫০১২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওহ্‌হাব (র)..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্কন্ধের গোশ্‌ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর তিনি উঠে গিয়ে

(নতুনভাবে) অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন। অন্য সনদে আইয়্যুব ও আসিম (র) ইকরামার সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : নবী ﷺ ডেগ থেকে একটি গোশ্‌ত যুক্ত হাড় বের করে তা খেলেন। তারপর (নতুন) অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন।

٢١٢٣. بَاب تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

২১২৩. পরিচ্ছেদ : বাহুর গোশ্‌ত খাওয়া

৫০১৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ مَكَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوا لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ -

৫০১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। অন্য সনদে 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি মক্কার পথে কোন এক মনযিলে নবী ﷺ -এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনেই অবস্থান করছিলেন। আমি ছাড়া দলের সকলেই ছিলেন ইহ্‌রাম অবস্থায়। আমি আমার জুতা সেলাই এ ব্যস্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় তারা একটি বন্য গাধা দেখতে পেল। কিন্তু আমাকে জানালো না। তবে তারা আশা করছিল, যদি আমি ওটা দেখতাম। তারপর আমি চোখ ফেরাতেই ওটা দেখে ফেললাম। এরপর আমি ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার পিঠে জিন লাগিয়ে তার উপর আরোহণ করলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শার কথা ভুলে গেলাম। কাজেই আমি তাদের বললাম, চাবুক ও বর্শাটি আমাকে

banglainternet.com

তুলে দাও! তারা বললোঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! এ ব্যাপারে তোমাকে আমরা কিছুই সাহায্য করবো না। এতে আমি ক্রুদ্ধ হলাম এবং নীচে নেমে ওদু'টি নিয়ে পুনরায় সাওয়ার হলাম। তারপর আমি গাধাটির পেছনে দ্রুত ধাওয়া করে তাকে ঘায়েল করে ফেললাম। তখন সেটি মরে গেল এবং আমি তা নিয়ে এলাম। (পাকানোর পর) তারা সকলে এটা খাওয়া শুরু করলো। তারপর ইহ্‌রাম অবস্থায় এটা খাওয়া নিয়ে তারা সন্দেহে পড়লো। আমি সন্ধ্যার দিকে রওনা দিলাম এবং এর একটি বাহু লুকিয়ে রাখলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে এর কিছু আছে? একথা শুনে আমি বাহুটি তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় তা খেলেন, এমন কি এর হাড়ের সাথে জড়িত গোশ্‌তেও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। ইব্‌ন জা'ফর বলেছেন ঃ যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম (র) আতা ইব্‌ন ইয়াসার-এর সূত্রে আবূ কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٢٤ . بَابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّيْنِ

২১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ চাকু দিয়ে গোশ্‌ত কাটা

٥٠١٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০১৪ আবুল ইয়ামান (র)..... 'আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে (পাকানো) বকরীর কাঁধের গোশ্‌ত নিজ হাতে খেতে দেখেছেন। সালাতের জন্য তাঁকে আহবান করা হলে তিনি তা এবং যে চাকু দিয়ে কাটছিলেন সেটিও রেখে দেন। এর পর উঠে গিয়ে সালাত আদায় করেন। অথচ তিনি (নতুন করে) অযূ করেন নি।

٢١٢٥ . بَابُ مَاعَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

২১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না

٥٠١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ -

৫০১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেন নি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তা রেখে দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢١٢٦ . بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيْرِ

২১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ যবের আটায় ফুঁক দেওয়া

٥٠١٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً هَلْ رَأَيْتُمْ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ ؟ قَالَ لاَ ، فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخِلُوْنَ الشَّعِيْرَ ؟ قَالَ لاَ وَ لٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ -

৫০১৬ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহ্ল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কি নবী ﷺ -এর যুগে ময়দা দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ আপনারা কি যবের আটা চালুনিতে চালতেন? তিনি বললেন ঃ না। বরং আমরা তাতে ফুঁক দিতাম।

٢١٢٧. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُوْنَ

২১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন

٥٠١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِيْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِيْ مَضَاغِيْ -

৫০১৭ আবূ নু'মান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু খেজুর ভাগ করে দিলেন। তিনি প্রত্যেককে সাতটি করে খেজুর দিলেন। আমাকেও সাতটি খেজুর দিলেন। তার মধ্যে একটি খেজুর ছিল খারাপ। তবে সাতটি খেজুরের মধ্যে এটিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। কারণ, এটি চিবুতে আমার কাছে খুব শক্ত ঠেকছিল। (তাই এটি দীর্ঘ সময় আমার মুখে ছিল।)

٥٠١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ أَوِ الْحُبْلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ تُعَزِّرُنِيْ عَلَى الْإِسْلاَمِ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِيْ -

৫০১৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) সপ্তম। হুবলা (কাঁটা যুক্ত গাছ) বা হাবলা (এক জাতীয় গাছ) ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের কেউ কেউ বকরীর ন্যায় মলত্যাগ করতো। এরপরও বনূ আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে তিরস্কার করছে? তাহলে তো আমি একদম ক্ষতিগ্রস্থ এবং আমার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা।

banglainternet.com

٥٠١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْخِلاً مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ -

৫০১৯ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌ল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ময়দা খেয়েছেন? সাহল (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাঠিয়েছেন তখন থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি ময়দা দেখেন নি। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে কি আপনাদের চালুনি ছিল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাঠানোর পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি চালুনিও দেখেন নি। আবূ হাযিম বলেন, আমি বললাম ঃ তাহলে আপনারা চালা ব্যতীত যবের আটা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন ঃ আমরা যব পিশে তাতে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকতো তা মথে নিতাম, এরপর তা খেতাম।

٥٠٢٠ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مُصْلِيَةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيْرِ -

৫০২০ ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক দল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ছিল একটি ভুনা বক্‌রী। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পুরে খান নি।

٥٠٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ ، قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُوْنَ ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ -

৫০২১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো 'খিওয়ান' (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)-এর উপর খাবার রেখে আহার করেন নি এবং ছোট ছোট বাটীতেও তিনি আহার করেন নি। আর তাঁর জন্য কখনো পাতলা

banglainternet.com

রুটি তৈরি করা হয়নি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা হলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন? তিনি বললেন ঃ দস্তরখানের উপর।

٥٠٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ-

৫০২২ কুতায়বা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একাধারে তিন রাত গমের রুটি পেটভরে খাননি।

٢١٢٨ . بَابُ التَّلْبِيْنَةِ

২১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'তালবীনা' প্রসঙ্গে

٥٠٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ -

৫০২৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা এসে সমবেত হলো। তারপর তাঁর আত্মীয়রা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলারা ছাড়া বাকী সবাই চলে গেলে, তিনি ডেগে 'তালবীনা' (আটা, মধু ইত্যাদি সংযোগে তৈরি খাবার) পাকাতে নির্দেশ দিলেন। তা পাকানো হলো। এরপর 'সারীদ' (গোশতের মধ্যে রুটি টুকরো করে দিয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করা হলো এবং তাতে তালবীনা ঢালা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ থেকে খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রুগ্ন ব্যক্তির চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয় এবং শোক দুঃখ কিছুটা লাঘব করে।

٢١٢٩ . بَابُ الثَّرِيْدِ

২১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'সারীদ' প্রসঙ্গে

٥٠٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ كَثِيْرٍ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

banglainternet.com

৫০২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারইয়াম এবং ফিরাউন পত্নী আসিয়া ব্যতীত অন্য কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। স্ত্রী লোকদের মধ্যে 'আয়িশার মর্যাদাও তেমন, খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন।

٥٠٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৫০২৫ 'আম্‌র ইব্‌ন আওন (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'আয়েশার মর্যাদা তেমন, খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন।

٥٠٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الأَشْهَلِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيْهَا ثَرِيْدٌ ، قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ -

৫০২৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়ীতে গেলাম। সে তাঁর সামনে সারীদের পেয়ালা উপস্থিত করলো এবং নিজের কাজে লিপ্ত হলো। আনাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ কদূ বেছে নিতে শুরু করলে আমি কদূর টুকরাগুলো বেছে বেছে তাঁর সামনে দিতে লাগলাম এবং এরপর থেকে আমি কদূ পছন্দ করতে শুরু করি।

٢١٣٠ . بَابُ شَاةٍ مَسْمُوْطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

২১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ ভুনা বকরী এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ

٥٠٢٧ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، قَالَ كُلُوْا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيْطَةً بِعَيْنِهِ قَطُّ -

৫০২৭ হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র)..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিকের কাছে গেলাম। তাঁর বাবুর্চি সেখানে দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন ঃ আহার কর! নবী ﷺ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমি জানি না এবং তিনি পশম দূরীকৃত ভুনা বকরী কখনও চোখে দেখেন নি।

banglainternet.com

٥٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০২৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)..... 'আম্র ইব্ন উমাইয়্যা যাম্রী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বকরীর স্কন্ধ থেকে গোশ্ত কাটতে দেখেছি। তিনি তা থেকে আহার করলেন। তারপর যখন সালাতের দিকে আহবান করা হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং চাকুটি রেখে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। অথচ তিনি (নতুন করে) অযূ করেন নি।)

٢١٣١. بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلأَبِيْ بَكْرٍ سُفْرَةً

২১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের বাড়ীতে ও সফরে গোশ্ত এবং অন্যান্য যেসব খাদ্য সঞ্চিত রাখতেন। আবূ বক্র তনয়া 'আয়েশা ও আস্মা (রা) বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ ও আবূ বক্রের জন্য (মদীনায় হিজরতের সময়) পথের খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম

٥٠٢٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُوْمُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِيْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ ، قِيْلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَادُوْمٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَابِسٍ بِهٰذَا -

৫০২৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... 'আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী ﷺ কি কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের বেশী সময় খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ সেই বছরেই কেবল নিষেধ করেছিলেন, যেই বছর মানুষ অনাহারে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি চেয়েছিলেন যেন ধনীরা গরীবদের খাওয়ায়। আমরা তো বক্রীর পায়াগুলো তুলে রাখতাম এবং পনের দিন পর তা খেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কি সে আপনাদের এগুলো খেতে বাধ্য করত? তিনি হেসে বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার পরিজন একাধারে তিন দিন তরকারীসহ গমের রুটি পেট ভরে খান নি। অন্য সনদে ইব্ন কাসীর বলেছেন, সুফিয়ান (র) 'আবদুল রহমান ইব্ন 'আবিস সূত্রে উক্ত হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٥٠٣٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَ قَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ لاَ -

৫০৩০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমরা কুরবানীর গোশ্ত মদীনা পর্যন্ত সফরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতাম। মুহাম্মদ (র) ইব্ন 'উয়ায়না থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জুরায়য বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জাবির (রা) কি এ কথা বলেছেন যে, 'এমন কি আমরা মদীনা পর্যন্ত এলাম।' তিনি বললেন ঃ না।

٢١٣٢ . بَابُ الْخَيْسِ

২১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ হায়স প্রসঙ্গে

٥٠٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ ، يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يَحْوِي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكَلُوا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ ، قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৫০৩১ কুতায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তাল্হাকে বললেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খিদমত করবে। আবূ তাল্হা আমাকেই তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে আসলেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করতে থাকলাম। যখনই তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, আমি তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে, অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি সর্বদা তাঁর খিদমতে

banglainternet.com

নিয়োজিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি (রাসূল) ﷺ গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি তাঁর সাওয়ারীর পেছনের দিকে তাঁর আবা বা চাদর দিয়ে ঘিরে সেখানে তাঁর পিছনে তাঁকে সাওয়ার করলেন। এভাবে যখন আমরা সাহ্‌বা নামক স্থানে উপস্থিত হই, তখন তিনি চামড়ার দস্তরখানে হায়স তৈরী করলেন। তারপর তিনি আমাকে পাঠালেন। আমি লোকজনকে দাওয়াত করলাম। (তারা এসে) আহার করলো। এই ছিল তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন। ওহোদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন ঃ এ পাহাড়টি আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর যখন মদীনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, তখন তিনি বললেন ঃ আয় আল্লাহ্! আমি এর দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকাকে হরম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা করছি, যেভাবে ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইয়া আল্লাহ্! এর অধিবাসীদের মুদ্ ও সা' (দু'টি মাপ যন্ত্র) এর মধ্যে তুমি বরকত দাও।

٢١٣٣ . بَابُ الْأَكْلِ فِيْ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ রৌপ্য খচিত পাত্রে আহার করা

٥٠٣٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِيْ يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّيْ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ لَمْ أَفْعَلْ هٰذَا ، وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ -

৫০৩২ আবূ নু'আয়ম (র)..... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নি-উপাসক তাঁকে পানি এনে দিল। সে যখনই পাত্রটি তাঁর হাতে রাখলো, তিনি সেটা ছুঁড়ে মারলেন, এবং বললেন, আমি যদি একবার বা দু'বারের অধিক তাকে নিষেধ না করতাম, তাহলেও হতো। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান, তা হলেও আমি এরূপ করতাম না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা পৃথিবীতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর পরকালে তোমাদের জন্য।

banglainternet.com

٢١٣٤ . بَابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা

٥٠٣٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، لاَ رِيْحَ لَهَا ، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ -

৫০৩৩ কুতায়বা (র)..... আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন পাঠকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত নারাঙ্গির ন্যায়, যার ঘ্রাণও উত্তম স্বাদও উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত রায়হানার ন্যায়, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হন্যালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নাই, স্বাদও তিক্ত।

٥٠٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৫০৩৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদের' যেমন মর্যাদ রয়েছে, তেমনি নারীদের মধ্যে 'আয়েশার (রা) মর্যাদা রয়েছে।

٥٠٣٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَ طَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ -

৫০৩৫ আবূ নু'আয়ম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন ঃ সফর হলো আযাবের একটা টুকরা, যা তোমাদের সফরকারীকে নিদ্রা ও আহার থেকে বিরত রাখে। তাই তোমাদের কেউ যখন তার প্রয়োজন পূরণ করে তখন সে যেন অবিলম্বে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়।

٢١٣٥ . بَابُ الْأُدْمِ

২১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ সালন প্রসঙ্গে

banglainternet.com

٥٠٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ ، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا

وَلَنَا الْوَلاَءُ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَأَعْتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُوْرُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ لَحْمًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا -

৫০৩৬ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনায় শরীয়তের তিনটি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) 'আয়েশা (রা) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করতে চাইলে তার মালিকেরা বলল, (বিক্রয় এ শর্তে করবো যে,) 'ওলা' (উত্তরাধিকার) আমাদের থাকবে। 'আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সমীপে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তুমি চাইলে তাদের জন্য ওলীর শর্ত মেনে নাও। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ওলীর অধিকার লাভ করবে মুক্তিদাতা। তাকে আযাদ করে এখ্‌তিয়ার দেওয়া হলো, চাইলে পূর্ব স্বামীর সংসারে থাকতে কিংবা চাইলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন 'আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন। সে সময় চুলার উপর (গোশ্‌তের) ডেগচি বলকাচ্ছিল। তিনি সকালের খাবার আনতে বললে তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের কিছু তরকারী পেশ করা হলো। তিনি বললেন, আমি কি গোশ্‌ত দেখছি না? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, (গোশ্‌ত রয়েছে) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিন্তু তা ঐ গোশ্‌ত যা বারীরাকে সাদকা করা হয়েছিল। এরপর সে তা আমাদের হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্য সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢١٣٦ . بَابُ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ হালুয়া ও মধু

٥٠٣٧ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ -

৫০৩৭ ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।

٥٠٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيْرَ ، وَلاَ يَخْدُمُنِيْ فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ ، وَالْصِقُ بَطْنِيْ بِالْحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقْرِيْ الرَّجُلَ الآيَةَ

banglainternet.com

وَهِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِيْ فَيُطْعِمُنِيْ ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِيْ بَيْتِهِ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا -

৫০৩৮ 'আবদুর রহমান ইব্ন শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উদর পূর্তির জন্যই যা পেতাম তাতে সন্তুষ্ট হয়ে নবী ﷺ -এর সঙ্গে সর্বদা লেগে থাকতাম। সে সময় রুটি খেতে পেতাম না, রেশমী কাপড় পরিধান করতাম না, কোন চাকর-চাকরাণীও আমার খিদমতে নিয়োজিত ছিল না। আমি পাথরের সাথে পেট লাগিয়ে রাখতাম। আয়াত জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে তা পাঠ করার জন্য বলতাম, যাতে সে আমাকে ঘরে নিয়ে যায় এবং আহার করায়। মিস্‌কীনদের প্রতি অত্যন্ত দরদী ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা থাকতো তাই আমাদের খাওয়াতেন। এমনকি তিনি আমাদের কাছে ঘি'র পাত্রটিও বের করে আন্‌তেন, যাতে ঘি থাকতো না। আমরা সেটাই ফেড়ে ফেলতাম এবং এর গায়ে যা লেগে থাকতো তাই চেটে খেতাম।

٢١٣٧ . بَابُ الدُّبَّاءِ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কদূ প্রসঙ্গে

٥٠٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتِيَ مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ -

৫০৩৯ 'আম্‌র ইব্ন আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়ীতে আসলেন। (আহার কালে) তাঁর সামনে কদূ উপস্থিত করা হলে তিনি (বেছে বেছে) কদূ খেতে লাগলেন। সে দিন থেকে আমিও কদূ খেতে ভালবাসি, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কদূ খেতে দেখলাম।

٢١٣٨ . بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

২১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভাইদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা

٥٠٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا أَدْعُوْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ

banglainternet.com

رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ، قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ -

৫০৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ শু'আয়ব নামক আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির এক কসাই গোলাম ছিল। সে তাকে বললো, আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করতে চাই। পাঁচজনের মধ্যে তিনি হবেন একজন। তারপর সে নবী ﷺ -কে দাওয়াত করল। তিনি ছিলেন পাঁচ জনের অন্যতম। তখন এক ব্যক্তি তাদের পিছে পিছে আসতে লাগল। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তো আমাকে আমাদের পাঁচ জনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছ। এ লোকটা আমাদের পিছে পিছে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর ইচ্ছা করলে বাদও দিতে পার। সে বললো, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি।

٢١٣٩ . بَابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া

٥٠٤١ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ فَأَقْبَلَ الْغُلاَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ أَنَسٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مَا صَنَعَ -

৫০৪১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তখন) ছোট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে চলাফেরা করতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক গোলামের কাছে গেলেন, সে ছিল দর্জি। সে তাঁর সামনে একটি পাত্র হাযির করল, যাতে খাবার ছিল। আর তাতে কদূও ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেছে বেছে কদূ খেতে লাগলেন। এ দেখে আমি কদূর টুকরাগুলো তাঁর সামনে জমা করতে লাগলাম। তিনি বললেনঃ গোলাম তার কাজে ব্যস্ত হলো। আনাস (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যেদিন এরূপ করতে দেখলাম তারপর থেকে আমিও কদূ খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম।

٢١٤٠ . بَابُ الْمَرَقِ

২১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ ঝোল প্রসঙ্গে

banglainternet.com

٥٠٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّهُ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ -

৫০৪২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক দর্জি কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলো। আমিও নবী ﷺ -এর সংগে গেলাম। সে যবের রুটি আর কিছু শুরুয়া, যাতে কদূ ও শুকনা গোশ্‌ত ছিল, পরিবেশন করল। আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেয়ালার চারদিক থেকে কদূ বেছে বেছে খাচ্ছেন। সে দিনের পর থেকে আমিও কদূ পছন্দ করতে লাগলাম।

٢١٤١ . بَابُ الْقَدِيدِ

২১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ শুক্‌না গোশ্‌ত প্রসঙ্গে

٥٠٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا -

৫০৪৩ আবূ নু'আয়ম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু শুরুয়া উপস্থিত করা হলো, যাতে কদূ ও শুক্‌না গোশ্‌ত ছিল। আমি তাঁকে কদূ বেছে বেছে খেতে দেখলাম।

٥٠٤٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثًا -

৫০৪৪ কাবীসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশ্‌ত রাখার) নিষেধাজ্ঞা কেবল সে বছরেরই জন্যই ছিল, যে বছর লোক দুর্ভিক্ষে পড়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ধনীরা যেন গরীবদের খাওয়ায়। নইলে আমরা তো পরবর্তী সময় পায়াগুলো পনের দিন রেখে দিতাম। মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার উপর্যুপরি তিন দিন পর্যন্ত সালন-সহ যবের রুটি পেট ভরে খাননি।

٢١٤٢ . بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لاَ بَاْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هٰذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرٰى

২১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ একই দস্তরখানে সাথীকে কিছু এগিয়ে দেওয়া বা তার কাছ থেকে কিছু নেওয়া। ইব্ন মুবারক বলেন ঃ একজন অপরজনকে কিছু দেওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে এক দস্তরখান থেকে অন্য দস্তরখানে দিবে না

banglainternet.com

٥٠٤٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنْ خَيَّاطاً دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ ، قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ * وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ -

৫০৪৫ ইসমা'ঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন দর্জি কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করল। আনাস (রা) বলেন, আমি সে দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যবের রুটি এবং কিছু শুরুয়া, যাতে কদূ ও শুক্না গোশ্ত ছিল, পেশ করল। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেয়ালার চারপাশ থেকে কদূ খুঁজে খাচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি কদূ ভালবাসতে লাগলাম। সুমামা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি কদূর টুকরাগুলো তাঁর সামনে একত্রিত করে দিতে লাগলাম।

٢١٤٣ . بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও কাঁকুড় প্রসঙ্গে

٥٠٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৪৬ 'আবদুল আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে তাজা খেজুর কাঁকুড়ের সাথে মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

٢١٤٤ . بَابُ حَشَفَةٌ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ রদ্দি খেজুর প্রসঙ্গে

٥٠٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا ، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا، يُصَلِّيْ هٰذَا،ثُمَّ يُوْقِظُ هٰذَا، وَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِيْ سَبْعُ تَمَرَاتٍ أَحَدُهُنَّ حَشَفَةٌ -

banglainternet.com

৫০৪৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ 'উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সাত দিন পর্যন্ত আবূ হুরায়রার মেহ্মান ছিলাম। (আমি লক্ষ্য করলাম) তিনি, তাঁর স্ত্রী ও খাদেম পালাক্রমে

রাতকে তিনভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সালাত আদায় করে আরেক জনকে জাগিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে নবী ﷺ তাঁর সঙ্গীদের মাঝে কিছু খেজুর বন্টন করলেন। আমি ভাগে সাতটি পেলাম, তার মধ্যে একটি ছিল রদ্দি।

٥٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَنَا تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشْفَةٌ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشْفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي -

৫০৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের মাঝে কিছু খেজুর বন্টন করলেন। আমি ভাগে পেলাম পাঁচটি। চারটি খেজুর (উৎকৃষ্ট) আর একটি রদ্দি। এই রদ্দি খেজুরটিই আমার দাঁতে খুব শক্তবোধ হলো।

٢١٤٥. بَابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ-

২১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাজা ও শুক্‌না খেজুর প্রসঙ্গে। আর মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমার জন্য সুপক্ক তাজা খেজুর ঝরাবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইন্‌তিকাল করেন, তখন আমরা দুই কালো বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হতাম – খেজুর এবং পানি দ্বারা।

٥٠٤٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ ، فَجَلَسَتْ فَحَلَّ عَامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجُدْ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى فَأُخْبِرُ بِذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ امْشُوا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ فَجَاؤُنِي فِي نَخْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ ، فَيَقُولُ أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَمَكَثْتُ بِقَلِيلٍ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْرُشْ

banglainternet.com

لِيْ فِيْهِ ، فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ جِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِيْ الرُّطَابِ فِيْ النَّخْلِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِيْ الْجِدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ -

৫০৪৯ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক ইয়াহূদী ছিল। সে আমাকে কর্জ দিত, আমার খেজুর পাড়ার মিয়াদ পর্যন্ত। রুমা নামক স্থানের পথের ধারে জাবির (রা)-এর এক খন্ড জমি ছিল। আমি কর্জ পরিশোধে একবছর বিলম্ব করলাম। এরপর খেজুর পাড়ার মৌসুমে ইয়াহূদী আমার কাছে আসলো, আমি তখনো খেজুর পাড়তে পারিনি। আমি তার কাছে আগামী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম। সে অস্বীকার করলো। এ খবর নবী ﷺ -কে জানান হলো। তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ চলো জাবিরের জন্য ইয়াহূদী থেকে অবকাশ নেই। তারপর তাঁরা আমার বাগানে আসলেন। নবী ﷺ ইয়াহূদীর সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। সে বললো ঃ হে আবুল কাসিম। আমি তাকে আর অবকাশ দেব না। নবী ﷺ তার এ কথা শুনে উঠলেন এবং বাগানটি প্রদক্ষিণ করে তার কাছে এসে আবার আলাপ করলেন। সে এবারও অস্বীকার করল। এরপর আমি উঠে গিয়ে সামান্য কিছু তাজা খেজুর নিয়ে নবী ﷺ -এর সামনে রাখলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর বললেন ঃ হে জাবির! তোমার ছাপড়াটা কোথায়? আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ সেখানে আমার জন্য বিছানা দাও। আমি বিছানা বিছিয়ে দিলে তিনি এতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আমি তাঁর কাছে আরেক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উঠে আবার ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন। সে অস্বীকার করলো। তখন তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন ঃ হে জাবির তুমি খেজুর কাটতে থাক এবং কর্জ পরিশোধ কর। এই বলে, তিনি খেজুর পাড়ার স্থানে বসলেন। আমি খেজুর পেড়ে ইয়াহূদীর পাওনা শোধ করলাম। এরপর আরও সে পরিমাণ খেজুর উদ্বৃত্ত রইল। আমি বেরিয়ে এসে নবী ﷺ -কে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি সাক্ষ্য থাক যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল।

٢١٤٦. بَابُ أَكْلِ الْجُمَّارِ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের মাথী খাওয়া প্রসঙ্গে

٥٠٥٠ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسٌ إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِيْ النَّخْلَةَ ،

banglainternet.com

فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ التَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ -

৫০৫০ 'উমর ইব্ন হাফস্ ইব্ন গিয়াস (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কিছু খেজুর বৃক্ষের মাথী আনা হলো। নবী ﷺ বললেন ঃ এমন একটি বৃক্ষ আছে যার বরকত মুসলমানের বরকতের ন্যায়। আমি ভাবলাম, তিনি খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য করেছেন। আমি বলতে চাইলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটি কি খেজুর বৃক্ষ? কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমি উপস্থিত দশ জনের দশম ব্যক্তি এবং সকলের ছোট, তাই আমি চুপ রইলাম। পরে নবী ﷺ বললেন ঃ সেটা খেজুর বৃক্ষ।

٢١٤٧. بَابُ الْعَجْوَةِ

২১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে

٥٠٥١ حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ -

৫০৫১ জুম্'আ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া (উৎকৃষ্ট) খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোন বিষ ও যাদু ক্ষতি করবে না।

٢١٤٨. بَابُ الْقِرَانِ فِيْ التَّمْرِ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ একসঙ্গে মিলিয়ে একাধিক খেজুর খাওয়া

٥٠٥٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامَ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رِزْقًا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُوْلُ لَا تُقَارِنُوْا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ *قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ -

৫০৫২ আদাম (র)..... জাবাল ইব্ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবায়র-এর আমলে আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ পতিত হল। তখন তিনি খাদ্য হিসাবে আমাদের কিছু খেজুর দিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমরা খাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ একত্রে একাধিক খেজুর খেয়ো না। কেননা, নবী ﷺ একত্রে একাধিক খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তবে কেউ যদি তার ভাইকে অনুমতি দেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। শু'বা বলেন, অনুমতির বিষয়টি ইব্নে উমরের নিজের কথা।

banglainternet.com

٢١٤٩ . بَابُ الْقِثَّاءِ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁকুড় প্রসঙ্গে

٥٠٥٣ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৫৩ ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কাঁকুড় (ক্ষীরা বা শসা জাতীয় ফল)-এর সাথে খেজুর খেতে দেখেছি।

٢١٥٠ بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ

২১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর বৃক্ষের বরকত

٥٠٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةِ -

৫০৫৪ আবূ নু'আয়ম (র)..... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যা (বরকত ও উপকারিতায়) মুসলমানের সদৃশ, আর তা হলো– খেজুর গাছ।

٢١٥١ . بَابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

২১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ একই সঙ্গে দু'রকম খাদ্য বা সু'স্বাদের খাদ্য খাওয়া

٥٠٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৫৫ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাঁকুড়ের সাথে খেজুর খেতে দেখেছি।

٢١٥٢ . بَابُ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

২১৫২. পরিচ্ছেদঃ দশজন দশজন করে মেহমান ভিতরে ডাকা এবং দশজন দশজন করে আহারে বসা

٥٠٥٦ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنَتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ ، قَالَ وَمَنْ مَعِيَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِيَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو

banglainternet.com

طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَدَخَلَ فَجِيْءَ بِهِ وَقَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ، ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِيْنَ ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ -

৫০৫৬ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মা উম্মে সুলায়ম (রা) এক মুদ যব নিয়ে তা পিষলেন এবং এ দিয়ে 'খতীফা' (দুধ ও আটা মিশ্রিত) তৈরী করলেন এবং ঘি-এর পাত্র নিংড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে নবী ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। তিনি সাহাবাদের মাঝে ছিলেন, এ সময় আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সঙ্গে যারা আছে? আমি বাড়ীতে এসে বললাম। তিনি যে জিজ্ঞেস করছেন, আমার সঙ্গে যারা আছে? তারপর আবূ তাল্‌হা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো অতি সামান্য খাবার যা উম্মে সুলায়ম তৈরী করেছে। এরপর তিনি আসলেন। তাঁর কাছে সেগুলো আনা হলে তিনি বললেন ঃ দশজনকে আমার কাছে প্রবেশ করতে দাও। তাঁরা এসে তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো দশজনকে আমার কাছে প্রবেশ করতে দাও। তাঁরা এসে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। তিনি আবার বলেন ঃ আরো দশজনকে আমার কাছে আসতে দাও। এভাবে তিনি চল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। তারপর নবী ﷺ খেলেন এবং চলে গেলেন। আমি দেখতে লাগলাম, তা থেকে কিছু কমেছে কিনা? অর্থাৎ কিছুমাত্র কমেনি।

٢١٥٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّوْمِ وَالْبَقُوْلِ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রসূন ও (দুর্গন্ধ যুক্ত) তরকারী মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে

٥٠٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قِيْلَ لِأَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الثُّوْمِ ، فَقَالَ مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا -

৫০৫৭ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনি রসূনের ব্যাপারে নবী ﷺ -এর কাছ থেকে কী শুনেছেন? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে (এ উক্তি)।

٥٠٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا -

banglainternet.com

৫০৫৮ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) মনে করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসূন বা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।

٢١٥٤ . بَابُ الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাবাছ-পিলু গাছের পাতা প্রসঙ্গে

٥٠٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقَالَ أَ كُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا -

৫০৫৯ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাররুয যাহ্রান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম এবং পিলু ফল পাড়ছিলাম। তিনি বললেনঃ কালোটা নিও। কেননা, সেটা সুস্বাদু। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি কি বক্‌রী চরিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এমন নবী নেই যিনি বকরী চরান নি।

٢١٥٥ . بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পর কুলি করা

٥٠٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا * قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ * وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى-

৫০৬০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হলাম। সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হল না। আমরা তা-ই খেলাম। তারপর সালাতের জন্য উঠে তিনি কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি বুশায়রকে সুওয়ায়েদ সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বরের

banglainternet.com

দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, এ স্থানটি খায়বর থেকে এক মনযিলের পথে, তিনি খাবার নিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া অন্য কিছু আনা হলো না। আমরা তাই মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে ফেললাম। তিনি পানি আনতে বললেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। কিন্তু অযূ করলেন না।

٢١٥٦. بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيْلِ

২১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া

٥٠٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا -

৫০৬১ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত না মোছে, যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।

٢١٥٧. بَابُ الْمِنْدِيْلِ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ রুমাল প্রসঙ্গে

٥٠٦٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيْلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَمَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّيْ وَلاَ نَتَوَضَّأُ -

৫০৬২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আগুনে স্পর্শ বস্তু খাওয়ার পর অযূ করা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ না, অযূ করতে হবে না। নবী ﷺ -এর যুগে তো আমরা এরূপ খাদ্য কমই পেতাম। যখন আমরা তা পেতাম, তখন আমাদের তো হাতের তালু, হাত ও পা ছাড়া কোন রুমাল ছিল না (আমরা এগুলোতে মুছে ফেলতাম)। তারপর (নতুন) অযূ না করেই আমরা সালাত আদায় করতাম।

٢١٥٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

২১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পর কি পড়বে?

banglainternet.com

٥٠٦٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

৫০৬৩ আবূ নু'আয়ম (র)..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর দস্তর খান তুলে নেয়া হলে তিনি বলতেন ঃ পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আয় আমাদের রব, এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না।

٥٠٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِبْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُوْرٍ، وَقَالَ مَرَّةً : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبَّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا-

৫০৬৪ আবূ 'আসিম (র)..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আহার শেষ করতেন, রাবী আরো বলেন, নবী ﷺ -এর দস্তরখান যখন তুলে নেয়া হতো তখন তিনি বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। তা থেকে বিমুখ হওয়া যায় না এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করা যায় না। রাবী কখনো বলেন ঃ হে আমাদের রব, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, এর থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না, একে পরিত্যাগ করাও যাবে না এবং এর থেকে অমুখাপেক্ষীও হওয়া যাবে না; হে, আমাদের রব!

٢١٥٩ . بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

২১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ খাদেমের সাথে আহার করা

٥٠٦٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ -

৫০৬৫ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে সাথে বসিয়ে না খাওয়ালেও সে যেন তাকে এক লুক্‌মা বা দু' লুক্‌মা খাবার দেয়, কেননা সে তার গরম ও ক্লেশ সহ্য করেছেন।

٢١٦٠ . بَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

২১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর মতো। এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে

٢١٦١ . بَابُ ا لرَّجُلِ يُدْعٰى إِلَي طَعَامٍ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَعِي وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ

২১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে আহারের দাওয়াত দিলে একথা বলা যে, এ ব্যক্তি আমার সঙ্গের। আনাস (রা) বলেন, তুমি কোন মুসলমানের কাছে গেলে তার আহার থেকে খাও এবং তার পানীয় থেকে পান কর

٥٠٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنٰي أَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ ، فَأَتَي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوْعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ إِلٰي غُلاَمِهِ الْحَّامِ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةً ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَيِّمًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ، قَالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ -

৫০৬৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আস্ওয়াদ (র)..... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি যার কুনিয়াত (ডাক নাম) ছিল আবূ শু'আয়ব তার একটি কসাই গোলাম ছিল। সে নবী ﷺ -এর নিকট আসলো, তখন তিনি সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তখন সে নবী ﷺ -এর চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ অনুভব করলো, লোকটি তার কসাই গোলামের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর; যা পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট হয়। আমি হয়তো পাঁচ জনকে দাওয়াত করব, যার পঞ্চম ব্যক্তি হবেন নবী ﷺ । গোলামটি তার জন্য স্বল্প কিছু খাবার প্রস্তুত করলো। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে দাওয়াত করলো। এক ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে গেল। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবূ শু'আয়ব! এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর চাইলে তুমি তাকে বিদায়ও করতে পার। সে বললো ঃ না। আমি বরং তাকে অনুমতি দিলাম।

٢١٦٢ . بَابُ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عِشَائِهِ

২১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে তা রেখে অন্য কাজে ত্বরা করবে না

banglainternet.com

٥٠٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَي رَسُوْلَ اللهِ

ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০৬৭ আবুল ইয়ামান ও লায়েস (র)..... 'আমর ইব্ন উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে নিজ হাতে বকরীর স্কন্ধ থেকে কেটে খেতে দেখেছেন। তারপর সালাতের প্রতি আহ্বান করা হলে তিনি তা রেখে দিলেন এবং সে ছুরিটিও যা দিয়ে কেটে খাচ্ছিলেন। তারপর উঠে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি (নতুন) অযূ করলেন না।

٥٠٦٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ * وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ * وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ -

৫০৬৮ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি রাতের খাবার পরিবেশিত হয় এবং সালাতের আযান দেয়া হয়, তাহলে তোমরা আগে আহার করে নিবে। অন্য সনদে আইয়্যূব, নাফি (র)-এর সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আইয়্যূব 'নাফি (র)-এর সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, এ অবস্থায় ইমামের কিরা'আতও শুনছিলেন।

٥٠٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ ، فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ ، قَالَ وَهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ -

৫০৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হয় এবং রাতের খাবারও উপস্থিত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আগে আহার করে নেবে।

٢١٦٣ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

২১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ খাওয়া শেষ হলে তোমরা চলে যাবে

٥٠٧٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ

banglainternet.com

ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَشٰى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا ، فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ -

৫০৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দা (আয়াত নাযিল হওয়া) সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। এ ব্যাপারে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যায়নাব বিন্ত জাহ্শের সঙ্গে নববিবাহিত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভোর হল। তিনি মদীনায় তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। বেলা ওঠার পর তিনি লোকজনকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসাছিলেন। (আহারের পর) অনেক লোক চলে যাওয়ার পরও কিছু লোক তাঁর সাথে বসে থাকলো। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে গেলেন আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজায় পৌছলেন। তারপর ভাবলেন, লোকেরা হয়তো চলে গেছে। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। (এসে দেখলাম) তাঁরা স্বস্থানে বসেই রয়েছে। তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। এমন কি তিনি 'আয়েশা (রা)-এর গৃহের দরজা পর্যন্ত পৌছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তার সঙ্গে ফিরে আসলাম। এবার (দেখলাম) তাঁরা উঠে গেছে। তারপর তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো।

banglainternet.com